দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 15 APR 20 3
পৃষ্ঠা ...

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বাঁচান

এক একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী তথা অভিভাবকের স্বপ্ন জড়িত। কিন্তু এ স্বপ্ন আজ দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাদে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতিই স্বাভাবিক নেই। জটিল শিক্ষক রাজনীতির শিকার হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী। ভিসি বিরোধী শিক্ষক আন্দোলনের কারণে ক্যাম্পাসে একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। অনার্স ভর্তি পরীক্ষা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন বিভাগে ক্লাস ও অনার্স-মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা বিপাকে পড়েছে। ফলে ইংরেজী, অর্থনীতি, ফার্মেসি, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিভাগে 'শিক্ষাজট' চরম আকার ধারণ করেছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের খবর কোন আশার কথা বলে না। বিশেষ করে যখন প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হওয়া যে কোন অভিভাবকের জন্য উদ্বেগের কারণ বৈকি। এ ধরনের পরিস্থিতি উচ্চশিক্ষার জন্য মঙ্গল নয়। এভাবে যদি চলতে থাকে এবং সরকার যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হন, তাহলে আগামী দিনের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। শিক্ষার্থীরা এক সময় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটাই প্লাস পয়েন্ট যেখানে কোন ছাত্র বা শিক্ষক অসন্তোষ নেই। এছাড়া এদেশের শিক্ষার্থীদের একটা বড় অংশ ভারতে যায় "শিক্ষাজট" এড়াতে। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে। সাধারণ ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়টিকে "মৃত" ঘোষণা করে একটি কফিন মিছিল বের করেছিলো সেখানে, আজ তারা আমরণ অনশন করছে। ছাত্র-ছাত্রীরা কতটুকু অসহায় হলে কফিন মিছিল বা আমরণ অনশন করতে পারে, তারা তো পড়তে এসেছে। পড়াশোনাই তাদের কাম্য। কিন্তু এক কুটিল শিক্ষক-রাজনীতির তারা শিকার। শিক্ষক বা কর্মচারীদের কিছু দাবী-দাওয়া আছে। কিন্তু সেসব দাবীকে সামনে রেখে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবনকে জিম্মি করা হবে কেন? কারো কারো ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ধ্বংস করে দিতে পারি না। দেশের নীতি-নির্ধারকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যাপারে যত দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন ততই সবার জন্য মঙ্গল।

মোহর
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়,
সাভার, ঢাকা ১৩৪২।